ইফতার ও তারাবী বা হাদীসে নবাবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা মহঃ ইসমাইল রেজবী
মোবাইল : 9735381538

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইফতার ও তারাবী
বা
হাদীসে নবাবী

প্রকাশক

মুফতী আব্দুল লতিফ সাহেব
শিক্ষকঃ সাইদাপুর অ্যারাবিক ইউভারসিটি।
সাইদাপুরঃ জঙ্গীপুরঃ মুর্শিদাবাদ।
মোবাইল নং-৯৬৪৭২৭৩৪৫১

-ঃ লেখকের নাম ও ঠিকানাঃ-

মাওলানা মোহঃ ইসমাইল রেজবী
শিক্ষক জামিয়া নুরিয়া মুস্তাফাবিয়া
কাশিয়া ডাঙ্গা জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
গ্রামঃ- বাহাদুরপুর পোঃ গার্তলা,
থানাঃ- কান্দি জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ
প্রথম প্রকাশ কাল-০৫/০৬ ২০১৪
প্রকাশঃ সংখ্যা ২০০০ কপি।
হাদিয়াঃ ৩০ টাকা মাত্র।

অক্ষর বিনাস

রেজবী কম্পিউটার প্রেস এণ্ড জেরক্স সেন্টার
মোঃ উমার ফারুক রেজবী
গ্রামঃ চাণ্ডীপুর, পোঃ মুহাম্মাদ পুর, থানা নাওদা,
জেলাঃ মুর্শিদাবাদ।

বই, পত্রিকা, পোস্টা, ফ্লেক্স, মেমো কার্ড,
এবং বিভিন্ন ধরণের স্কির পিন্টের কাজের
জন্য যোগাযোগ করুন।
মোবাইল নং, 9153723755

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাইখুল হাদীস মৌওলানা মোহাম্মাদ
মোমতাজ হোসাইন হাবিবী মিসবাহী

-ঃ অভিমত ঃ-

কাবিলে নওজাওয়ান আজিজাম জনাব মাওলানা মোঃ ইসমাইল রেজবী সাহেবের "ইফতার ও তারাবী বা হাদিসে নববী" নামক পুস্তিকাখানি সংস্বোধন করার জন্য আমাকে বেশ কিছু দিন পুর্বে দিয়ে যায়, কিন্তু আমার বহু রকমের ব্যস্ততা থাকা সত্বেও কিছু সময় বাহির করে উক্ত পুস্তিকা খানির খসড়া কপিটি আদ্য পান্ত পাঠ করিলাম এবং খুবই আনন্দিত হলাম। বর্তমান বাজারে এই রকম পুস্তিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জনাব মাওলানা সাহেব "গায়ের মোকাল্লিদ" তথা কথিত আহলে হাদিস দিগের ৮ রাকাত তারাবী সম্পর্কে যে ইস্তেহার প্রকাশ হয়েছিল তা খন্ডন করার মানসে সহিহ হাদিসের দলিল দ্বারা অকাট্য প্রমানাদি সহ তার দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিয়ে এই পুস্তিকাতে প্রমান করে আহলে সুন্নাত অ-জামাতের নিকট একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোহফা উপহার দিয়েছেন। - আল্লাহ্ পাক যেন তাঁকে আরো লিখনী শক্তি প্রদান করে, দ্বিনী ইসলামের খিদমাত করার তৌফিক দান করেন।

আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।

ইতি-

তাং ০৪/০৬/২০১৪.

খাকসার
মোঃ মোমতাজ হোসাইন
হাদিবী মিসবাহী
খাদেম, জামেয়া, গওসিয়া,
রেজবীয়া, গাড়ীঘাট রোড,
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুফতীয়ে আযমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী সাহেব কিবলার
-ঃ অভিমতঃ-

আলহামদো লিল্লাহ ! যুগ যুগ থেকে হানাফিগন কুড়ি রাকাত তারাবী পড়িয়া আসিতেছেন। ইদানিং তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অপপ্রচারে একাংশ হানাফিগন বিভ্রান্তীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেনযে, তারাবীহের কুড়ি রাতকাত না আট রাকাত! যদিও এবিষয়ে আমার লেখা রহিয়াছে যে কুড়ি রাকাত তারাবীহ সুন্নাত, কিন্তু তাহা প্রকাশ হয় নাই। এই কারনে আমি মনে করিতেছি যে আমার স্নেহের মাওলানা ইসমাইল রেজবী সাহেবের পুস্তিকাটি যথা সময়ে প্রকাশ হইতে চলিয়াছে। আসা করি এই পুস্তিকা দ্বারা একটি বড় বীভ্রান্তির অবসান ঘটিবে যে, কুড়ি রাকাত তারাবীহ হইল সুন্নাত, এইং আট রাকাতের উক্তি ভিত্তিহীন মাত্র। এই কারনে পুস্তিকাটি প্রতিটি বাড়িতে থাকিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই মাওলানার জন্য আমার আন্তরিক দো'য়া যে, আল্লাহ তাআ'লা যেন আগামী দিনে তাহাকে ইলম ও আমলের ইন্নতি দিয়া দ্বিনের খাদেম বানায়া দিয়া থাকেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামীন, বিজাহে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়ে দিল মুরসালিন, মুহাম্মাদিন
আলাইস স্বালাতুওয়া তাসলীম

ইতি
গোলাম ছামদানী রেজবী
তারিখ ০৫/০৬/২০১৪

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাস্বালিআলা রাসুলিহিল কারীম,

দুনিয়ায় এমন এক শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে যাহা বাতিল পন্থীর প্রলভনে পড়িয়া কিংবা অভিজ্ঞাতা ও উপলব্ধীর অভাবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর সন্দেহ পোষন করিতে ভালোবাসে ।এই ধরণের লোকেরা নিজেদেরকে শিক্ষীত বুদ্ধি জীবী বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয় এক ধরণের অসুস্থ মানুসিকতা। যেমন গত মাহে রমযানুল মোবারক অর্থাৎ ২০১৩ সালে রোযার সময় আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মাওলানা **মোহাম্মাদ মোশারফ হোসেন রেজবী** আমার পার্শবর্তী মাসজীদে তারাবীহর নামাজ পড়াইবার জন্য নিয়োগ হইয়া ছিলেন। কুড়ি রোযার সমাপ্তির পর তিনি আমাকের দুই খানা পত্রিকা তন্মধ্যে বাংলা বুখারী শরীফের তিন পৃষ্ঠা জেরক্স অর্পন করিলেন। সেই জেরক্স কৃত পৃষ্ঠা পাঠ করিতেই আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এটা মন্দ নব্যপন্থীর চক্রান্ত তাহাতে লিপি বদ্ধ ছিল তারাবীহর নামাজ কুড়ি নহে বরং আট রাকাত এমন কি কুড়ি রাকাত তারাবীহর সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস সমূহ রহিয়াছে সেই সমস্ত হাদীস কে যঈফ বা কমজোর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। দ্বিতীয় পত্রিকায় লিখা ছিল রমজান মাসে ইফতার সামনে রাখিয়া দোয়া করা বেদ-আত এবং আরো আনেক এমন কিছু মাসলা- মাসায়েল তাহাতে ছিল যে গুলো সুন্নাতের বিপরীত সে গুলো লিখে সাধারণ মানুষ কে সুন্নাত থেকে দূরীভূত করাবার প্রকল্প চালানো হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা দুইটি লইয়া উভয়ে আমাদের শিক্ষক মহাশয় জামিয় রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া বিজ্ঞ আলীম জনাব **মাওলানা মোহাম্মাদ কবিরুদ্দিন** সাহেবের নিকটে উপস্থিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়া পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি আমাদিগকে উক্ত পত্রিকার বিপক্ষে একটি পত্রিক লিখিয়া জন সাধারণ এর নিকটে বণ্টন করিতে বলিলেন। সেই সময় আমি কাসিমী তোহফা বা হাদীসে মোস্তফা নামক পুস্তক খানা লিখনীর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে উক্ত পত্রিকার বিপক্ষে কোন পত্রিকা আপনাদের নিকটে পৌছাইতে পারি নাই। তাই কিছু দিন সময় লইয়া আপনাদের নিকট এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানা পৌছাইতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মানুষের মধ্যে ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক তাই ভাষাগত ও বানান গত ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহে চিহ্নিত করিয়া অবগতি প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। সকল প্রকার ত্রুটির জন্য পাঠকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থী।

বিনীত/ খাকসার
মোহাম্মাদ ইসমাইল রেজবী

হাদীসের সংজ্ঞা

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা বার্তা মৌন সমর্থন কে হাদীস বলা হয়। ঠিক তদ্রুপ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কথা কাজ ও মৌন সমর্থন কে হাদীস বলা হয়।

হাদীস প্রমাণীত তিন প্রকার -(১) হাদীস সহীহ (২) হাদীস হাসান (৩) হাদীস যঈফ।

সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা:- সহীহ হাদীস ঐ হাদীস কে বলা হয় যাহার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট থাকিবে যেমন

১/ যে হাদীসের বর্ণনাকারী গণ ধারা বাহিক ভাবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে লইয়া হাদীসের লেখক পর্যন্ত পৌছাইয়াছে যাহার মধ্যে কোন বর্ণনা কারী ছোটে নাই।

২/ ঐ হাদীসের বর্ণনা কারীগণ অত্যন্ত পরহেজগার ও মুত্তাকী। হইতে হইবে ফাসিক হইলে হইবে না।

৩/ ঐ সমস্ত বর্ণনা কারীগণের স্মৃতি শক্তি ও মুখস্ত বিদ্যা অত্যন্ত প্রখন হইতে হইবে। যেন কারো স্মৃতি শক্তি অসুস্থতার কারণে কম হইয়া না যায়।

৪/ ঐ হাদীস গুলো মাশহুর হাদীসের বিপরীত না হয়।

হাদীসে হাসান এর সংজ্ঞা:- হাদীসে হাসান ঐ সমস্ত হাদীস কে বলা হয় যে সমস্ত হাদীসের বর্ণনা কারীগণ সহীহ হাদীস বর্ণনা কারীগণের সাপেক্ষে গুণা বলীর দিক দিয়া যেন সমতুল্য না হয়।

হাদীসে যাঈফ এর সংজ্ঞা:-

হাদীসে যাঈফ ঐ সমস্ত হাদীস কে বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারীগণ পরহেজগার ও মুত্তাকীর দিক দিয়া সহীহ হাদীস বর্ণনাকারীর মতো নহে এবংস্মরণ শক্তির দিক দিয়া ও তাহাদের সমকক্ষ নহে।

নোটঃ- যাঈফ হাদীস মিথ্যা, ভুল কিংবা মনগড়া বানানো হাদীস কে বলে না। যেমন কোন কোন লোক ভাবে যঈফ মানেই মূল্যহীন হাদীস তাহার প্রতি আমল করা যাইবে না। কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা কারণ মুহাদ্দীসীনদের অনুসারে যাঈফ হাদীসের মর্যাদা সহীহ হাদীসের চেয়ে কিছু পরিমান নিম্ন। তাহা বলিয়া ইহা নহে যে তাহার প্রতি আমল করা যাইবে না। সুতরাং যতক্ষন পর্যন্ত তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সহীহ হাদীস না পাওয়া যাইবে ততক্ষন পর্যন্ত তাহার প্রতি আমল করিতে হইবে

ফজিলতের অধ্যয়

الحمد لله الذى ابدع الافلاك والارضين والصلاة

والسلام على من كان نبيا و ادم بين الماء والطين

وعلى اله واصحابه اجمعين

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر

–ঃ ৪পারা সূরা আল ইমরাণ ১১০ নং আয়াত ঃ–

সমস্ত পবিত্রতা ও পশংসা সেই মাহান করুণাময় পারওয়ার দিগারে আলামের দরবারে নিবেদিত যিনি আমাদিগকে মানব কুলে জম্ম দান করিয়াছেন। সমস্ত হামদ ও সানা সেই পরম প্রতি পালকের দরবারে নিবেদিত যিনি আমাদিগকে পরম ধন ঈমান প্রদান করিয়াছেন, তাই তাহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিবার জন্য সকলে বলি আলহামদু লিল্লাহী রব্বীল আলামীন এবং শত সহাস্রাধিক শান্তির ধারা প্রবাহিত হোক অসাধারন মহা মানব নবী কুল শিরোমনি বিশ্ব রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর, সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার প্রিয় সুন্নি মুসলমান ভায়েরা ! আমি,খোত্তবার পরে পরেই যে আয়াত খানি লিপিবদ্ধ কারিয়ছি যাহা নিম্নে পদও হইল

"কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখারিজাতি লিন্নাসে তা মুরণা বিল মারফওয়া তানহাও না আনিল মুনকার"

অর্থঃ– তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐ সব উম্মতের মধ্যে যাহাদের আত্মা প্রকাশ ঘটিয়াছে মানব জাতির মধ্যে সৎ কারযাদির নির্দেশ দিতেছো এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিতেছো।

(কানযুল ঈমান)

আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদির মান ও সম্মান সমস্ত উম্মতে চেয়ে অনেক বেশী বাড়ানোর একটি মাত্র কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা হইল এই যে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিতেছো এবং মন্দ কাজের বাধা প্রদান করিতেছো। তাহা হাইলে প্রতিয়মান হইলো যে যাহারা মানুষ কে ভালো কাজের দিকে ধাবিত করিয়া থাকে এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিয়া থাকে তাহারাই হইলো শ্রেষ্ঠ উম্মত। এই জন্য আমি উক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং বাহ্যিক দৃষ্ঠিতে যে গুলো প্রতিফলিত হইতেছে এবং সেই প্রতিকার পরিপ্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিয্য বানী দ্বারা তাহাদের ভ্রান্ত ধারাণা কে উচ্ছেদ করিয়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত কে প্রসারিত করিবার জন্য আপনাদের নিকটে তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত। সেই প্রসঙ্গে সাহাবাগনের মতা মত ও বড়ো বড়ো আইম্মাগনের অভিমত কে বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগ্রহিতা করিয়া কিছু মাত্র আপনাদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইলো। যদি আপনারা সদরে গ্রহণ করিয়া নেন এবং তাহার প্রতি আমল করিয়া

থাকেন তাহা হইলে আমি সার্থক হইবো বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

রমজান মাসে ও অন্য মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজ আট রাকাত ছিলো।

عَنْ اَبي سَلُمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِسةَ كَيُفَ كَانَتْ صلٰوةُ رَسُوْلِ للهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ فَقالتْ ما كانَ رَسولُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَافِىْ غَيُرِهِ عَلىٰ احذ عَشرةَ رٰكعُةً يُصلِّى اربعًافلَا تَسَاَلُ عَنْ حُسُنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّى اربعًافلَات سَاَلُ عَنْ حُسُنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّى ثَلَثًا قَالَتْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ للهِ اَتُنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ فَا عَائِشَةُ اِنّ عَيُنَىَّ تَنَا مَانَ ولَايَنامُ قَلْبِىْ

(বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ১৫০ পৃষ্ঠা)

কিয়ামুল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিন লাইলে বি রামাযানা ওয়া গাইরিহী অধ্যায়।

উচ্চারণ:- আন আবি সালমাতাবনে আবদির রাহমানে আল্লাহু সাআলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়েশাতা কায়ফা কানাত স্বালাতু রাসুলিল্লাহে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফি রমযানা ফা'কালাত মা'কানা রাসুলুল্লাহে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াজিদু ফি রমাযানা অলা ফি গাইরিহী আলা ইহদা আশারাতা রাকা'তান ইউস্বাল্লী আরবা আন ফালা তাস'আলু আন হুসনে হিন্না অ ত্ববিলিহিন্না সুম্মা ইউস্বাল্লী আরবা আন ফালা তাস'আলু আন হুসনেহিন্না অ ত্ববিলিহিন্না সুম্মা ইউস্বাল্লী সালাসান ক্বালাত আয়েশাতা ফাক্বালা ইয়া রাসুলুল্লাহে আত নামু ক্বাবলা আন তুয়তিরা ফা'ক্বালা ইয়া আয়েশাতু ইন্নি আয়নায়য়া তানা মানা আলা ইনা ইয়ামামু ক্বালবী.....

অর্থ:- হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান বর্ণনা কারিয়াছেন। তিনি হযরত আয়েশাহ (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করিলেন "রামযান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাজ কি রূপ ছিল ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "রমযান মাসে ও রমযান ব্যাতীত অন্য মাসে (১১) এগারো রাকায়াত হইতে বৃদ্ধি করিতেন না। চার চার রাকায়াত করিয়া পড়িতেন, তাহার সুন্দর্যতা এবং নামাজ পড়িবার দৈর্ঘতা আর কি বর্ণনা করিবো, পরিশেষে (৩) তিন রাকায়াত বেতর পড়িতেন।" হজরত আয়েশাহ (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) বলিয়াছেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি বেতর নামাজ না পড়িয়া নিদ্রিত হইবেন ? তদুত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন আমার চক্ষুদয় বন্দ হইয়া যায়, কিন্তু আমার দিল বা ক্বালব জাগ্রত অবস্থায় থাকে।

উল্লেখিত হাদীসকে গায়ের মোকাল্লিদ ও অহবী সমপ্রদয় গন ব্যাখ্যা

করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহের নামাজ (৮) আট রাকায়াত পড়িয়াছেন। উক্ত হাদীস হইতে তাহারা তারাবীহের নামাজ (৮) আট রাকায়াত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া থাকে এবং ইহা বলিয়া থাকেন যে, তারাবীহের নামাজ কুড়ি (২০) রাকিয়াত নহে। কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধরনা, উক্ত হাদীস হইতে (৮) রাকায়াত প্রমাণীত হয় না বরং ইহাই প্রমানিত হয় যে, যাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই নামজ হইতে নামাজে তাহাজ্জোদ উদেশ্য, নামাজ তারাবীহ নয়। কারণ হজরত আয়েশাহ (রাদ্বীআল্লাহু আনহা)বলিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও রমযান ব্যতীত অন্য মাসে বেতর নিয়ে মোট (১১) রাকায়াত নামাজ পড়িয়াছেন (যাহা উনার প্রতি অপরিহার্য্য ছিল)। কেননা তারাবীহের নামাজ শুধু মাত্র রমযান মাসে পড়িতে হয়, অন্য মাসে পড়িতে হয় না। যদি সেটাকে তাহারা তারাবীহ বলিয়া মনে করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা রমযান ব্যতীত অন্য মাসে পড়েন না কনে? তাহাদের অন্য মাসেও পড় দরকার। তিরমীযি শরীফে উক্ত হাদীস ইমাম তিরমীযী " স্বালাতুল লায়ইল" তাহাজ্জোদ নামাজের অধ্যায়ে বর্ণনা কারিয়াছেন যে, ইহা হইতে প্রমানিত হইল যে, উহা তাহজ্জোদ এর নামাজ ছিল তারাবীহের নামাজ নহে। এবং উক্ত হাদীসের শেয়াংশে হজরত আয়েশাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম হে আল্লাহর রসুল আপনী বেতর নামাজ না পড়িয়া নিদ্রিত হইবেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, হে আয়েশাহ আমার চক্ষুদয় বন্দ হইয়া যায় কিন্তু নিদ্রিত হইনা। ইহা হইতে বোছা গেল যে, তিনি এই নামাজ গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িতেন এবং বেতর ও এর সঙ্গে পড়িতেন আর তারাবীহের নামাজ নিদ্রা যাইবার পূর্বেই ইশার নামাজ পড়িবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরে পড়িতেন। এবং তাহাজ্জোদ ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িতেন। তাহা হইলে স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেলো যে, ইহা তারাবীহের নামাজ ছিল না বরং তাহাজ্জোদ নামাজ ছিল। যাহারা তারাবীহের নামাজ বলিয়া মত পোষন করিয়া থাকে। তাহারা মানুষে মধ্যে বিভ্রান্তী সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা চালাইতেছে অতএব তাহাদের থেকে সাবধান থাকিতে হইবে, যেন সুস্থ মস্তিকের মধ্যে কোন প্রকারের ভ্রান্ত আবর্জনা প্রবেশ করিতে না পারে। তাহারা এই সহীহ হাদীসটিকে যঈফ বা দূর্বল বলিয়া মত পোষন করিয়া থাকে, কারণ তাহারা যঈফ হাদীসের সংজ্ঞাই জানে না, জানলে বলিত না। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাইহে) বলিয়াছেন উক্ত হাদীসের প্রসঙ্গে কেউ কোন মত পোষন করেনি এবং তিনি নিজেও কোন মত পোষন করেন নী।

তাই ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস সম্পর্কে গ্যাত ছিলেন, কারণ ইহা সহীহ হাদীস। যদি যঈফ হইতো তাহা হইলে অবশ্যই বলিতেন যে, ইহার প্রতি আমল করা যাইবে না ইহা যঈফ হাদীস কিন্তু তাহা বলেন নাই। এখনকার অহাবী, লা'মাজহাবী সম্প্রদায় এই সহীহ হাদীসটিকে যঈফ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, সুতরাং আপনারা নিজেই বিবেচনা করেন যে, ইমাম বুখারীর কথা মনিবেন, না অহাবীদের কথা মানিবেন,

-: কুড়ী রাকাত তরাবীহ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস:-

عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عنه قَالَ

كُنَّا نَقُوْمُ فِىْ عَهْدِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

(মুআত্তা ইমাম মালিক ও বাইহাকী।)

উচ্চারণ:- আন সাইব বিবনে ইয়াজিদিন (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ক্বালা কুন্না নাকুমু ফি আহদে উমারা বি ইশরিনা রাকাতীন অল বিতরে।

অর্থ:- হযরত সাইব ইবনে ইয়জিদ (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমার ফারুক (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর তদাণীন্তল কালে কুড়ি রাকরাত তারাবীহ তৎসহ বেতের পড়িতেন।

قَالَ اِمَامُ مَالِكُ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عنه عَنْ

يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانُ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عنه كَانَ

النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

فِىْ رَمَضَانَ بِثَلَثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

-: ফাতুয়ায়ে ফাইজুর রাসুল ৩৭৭ পৃষ্ঠা:-

উচ্চারণ:- ক্বালা ইমাম মালিক (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আন ইয়জিদিবনু রুমানু (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কানান্নাসু ইয়া কুমুনা ফি আহদে উমারাবনিল খাত্তাবে ফি রমাযানা বি সালাসিউ অ ইশরিনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাকাআতান।

অর্থ:- হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর তদানীন্তন কালে লোক সমূহ তৈইশ (২৩) রাকাত পড়িতেন অর্থাৎ কুড়ি রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বেতের পড়িতেন।

-:কুড়ি রাকাত তারাবীহ প্রসঙ্গে সাহাবয়ে কেরামগণের ইজমা:-

رُوِىَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عنه جَمَعَ
اَصْحَابَ رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ فِىْ شَهْرِ
رَمَضَانَ عَلٰى اُبَىِّ بِنِ كَعْبٍ فَيُصَلِّى بِهِمْ
فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكُمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ
اَحَدُ فَيَكُوْنَ اَجْمَاعًا مِنْهُ عَلٰى ذٰلِكَ

(বাদাউস সানায়ে প্রথম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

উচ্চারণ:- রুবিয়া উমারু (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জামায়া আসহাবা রাসুলুল্লাহে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফি শাহরে রমাযানা আলা উবাই ইবনে কা'বিন স্বাল্লি বিহিম ফি কুল্লি লায়লাতিন ইশরিনা রাকাতান।

(ফাতুয়ায়ে ফাইজর রাসুল ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

অ লাম উনাকির আলাইহি আহাদা ফাইয়কুনা ইজমা আন মিনহু আলা যালিকা।

অর্থ:- কথিত আছে যে, হযরত ফারুকে আযাম (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামগনকে উবাই ইবনে কা'আব রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পশ্চাতে নামাজ পড়িবার জন্য একাত্রিত করিয়া দিলেন এবং তিনি প্রত্যেহ সাহাবায়ে কেরামগনকে কুড়ি রাকাত তারাবীহ পড়াতেন। এতগুলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেহ বিরোধিতা করে নাই সকলের এক মত যে তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত।

-:কুড়ি রাকাত তারাবীহর বাস্তব প্রমাণ:-

তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত পড়া সুন্নাত আট রাকাত পড়া খেলাফে সুন্নাত। যদি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণী হয় তাহা হইলে কুড়ি রাকাত তারাবীহর প্রমাণ ক্বোরআন শরীফের আয়ত এবং সহীহ হাদীস হইতে দেবো। ক্বোরআন শরীফে সুরা রুকু ও আয়াত রহিয়াছে, যাথাক্রমে ক্বোরআন শরীফে কোন এক অধ্যায়ের নাম সূরা। যেমন "সূরা বাকারা আরবীতে 'বাকারাতুন' এর অর্থ গাভী এই সুরার মধ্যে গাভীর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই কারণে ইহার নাম "সূরা বাকারা" রাখা হইয়াছে। যে সুরার মধ্যে যাহার বর্ণনা অধিক পরিমাণে করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী তাহার নাম রাখা হইয়াছে আবার সুরার মধ্যে যে বাক্য গুলো রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটি বাক্যকে আরবীতে আয়াত বলা হইয়াছে যাহার অভিধানিক অর্থ হইতেছে চিহ্ন আর কয়েকটি আয়াত লইয়া একটি রুকু গঠিত হয় এবং কয়েকটি রুকু লইয়া একটি সূরা গঠিত হয় কিন্তু কোন কোন সময় একটি রুকুতে একটি সূরাও হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায়। রুকু” কথার আভিধানিক অর্থ ঝুকানো। তবে ইহা চিন্তার বিষয় যে কোরআনের রুকু কে রুকু কেন বলা হইয়া থাকে ? এই জন্য যে হযরত উমার ও উসমান গনী (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) তারাবীহর নামাজে যতটা পরিমাণ কোরআন পড়িয়া রুকু করিতেন সেই তেলায়াৎ কৃত অংশের নাম রুকু রাখা হইয়াছে। সাহাবাগন রুকু করিবার সময় এতটা পরিমান পড়িয়া রুকু করিতেন। তাহারা তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত পড়িতেন এবং সাতইশ (২৭) রমযান খতম করিতেন সেই অনুযায়ী ক্বোরআনের মোট রুকুর সংখ্যা ৫৪০টি হওয়া দরকার ছিল কিন্তু ক্বোরানের মোট রুকুর সংখ্যা ৫৫৭ টি। কারণ ক্বোরআন খতম করিবার শেষ রাত্রে কোন কোন রাকাতে ছোট ছোট দুটো সূরা একই সঙ্গে পড়িতেন সেই কারণে ক্বোরআনের মোট রুকুর সংখ্যা ৫৫৭টি। যদি তারাবীহর নামাজ আট (৮) রাকাত হইতো তাহা হইলে রুকুর সংখ্যা মোট ২১৬ টি হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু ক্বোরআনের রুকুর সংখ্যা ২১৬ টি নহে বরং ৫৫৭ টি। সুতরাং ক্বোরআনের রুকুর সংখ্যাই বলেদিতেছে যে তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত।

-:কুড়ি রাকাত তারাবীহর আরো একটি বাস্তব প্রমাণ:-

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দার প্রতি প্রত্যেহ কুড়ি রাকাত নামাজপড়া অপরিহার্য। (১৭) সতেরো রাকাত ফরজ এবং তিন রাকাত বেতের। ১৭ রাকাতফরজ হইতেছে, ২ রাকাত ফজরে চারাকাত যোহরের, চার রাকাত আসরের তিন রাকাত মাগরিবের চার রাকাত ইশাতে। তাই রমজান মাসে আল্লাহর রাসুল উক্ত অপরিহার্য্য নামাজ সমূহ কে পরিপূর্ণ বা সঠিক করিবার জন্য কুড়ি রাকাত তারাবীহ নির্ধারীত করিয়াছেন। যাহা ফাতাওয়ায়ে ফাজুর রাসুল

প্রথম খন্ড৩৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়াছে যাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল

ذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ الْحَلَبِىُّ اَنَّ الْحِكْمَةَ فِىْ
كَوْنِهَا عِشْرِيْنَ اَنَّ السُّنَنَ سِرُعَتْ
مُكَمَّلاَتٌ لِلْوَاجِبَاتِ وَهِىَ عِشْرُوْنَ
بِالْوِتْرِ فَكَانَ التَّرَاوِيُحُ كَذَالِكَ لِتَقَعَ
الْمُسَاوَاتُ بَيْنَ الْمُكَمَّلِ وَالْمُكَمِّلِ ·

(বাহরার রাইক দ্বিতয় খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

উচ্চারণ:- যাকারাল আল্লামাতুল হালাবিউ আন্নাল হিকমাতা ফি কাওনিন ইশরিনা আন্নাস সুনানা শুরিয়াত মুকাম্মালাতুন লিল অ-জিবাতে অ হিয়া ইশরুনা বিল বিতরে ফাকানাত তারাবীহু কাযালিকা লি তাকায়ল মুসাঅতু বাইনাল মুকাম্মিলে অ মুকাম্মালে।

অর্থ:- আল্লামা হালবী রাহমাতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করিয়াছেন যে তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত হইবার মধ্যে যে রহস্য বা (হিকমত) রহীয়াছে তাহা হইতেছে যে দিন ও রাতে ওয়াজিব ও ফরজ মিলাইয়া মোট কুড়ি রাকাত নামাজ অপরিহায্য। সেই অপরিহায্য নামাজ কে পূর্ণতা দান করিবার জন্য তারাবীহর সুন্নাত কে নির্ধারীত করা হইয়াছে। যাতে পূর্ণতা দান কারী ও পূর্ণতা প্রাপ্ত উভয়ে সমপর্যায় ভূক্ত হইয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারাবীহর নামাজ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী রূপ পড়িয়াছেন ?

সর্ব প্রথম জানিতে হইবে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহর নামাজ পড়িয়াছেন না পড়েন নাই। যদি পড়িয়াছেন তাহা হইলে কতদিন পড়িয়াছেন এবং কত রাকাত পড়িয়াছেন ? জেনে রাখুন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তারাবীহর নামাজ পড়িয়াছেন কিন্তু জামায়াতের সহিত মাত্র দু দিন পড়িয়াছেন। অতপরঃ বলিয়া দিয়াছেন যে যদি ধারা বাহিক ভাবে তৃতীয় দিন পড়িতাম তাহা হইলে আমার উম্মতের প্রতি ফরজ বা অপরিহার্য হইয়া যাইবার সম্ভবনা ছিল সেই জন্য আমি ধারা বাহিক ভাবে পড়ি নাই। যাহা (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসের ভাষায় বলিয়াছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰه عنهَا اَنَّ رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ صَلَّى فِىْ الْمسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّى بِصَلٰوتِهٖ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثَرَ النَّاسُ ثُمَّ اَجْتَمَعُوْا مِنَ اللّيْلَةِ الثَالثَةِ اَوِالرَّابَعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ اَصْبَحَ اَقُحَّ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اِنِّ خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ ذٰلِكَ فِى رَمَضَانَ

(আবু দাউদ শরীফ, নামাজের অধ্যায় ১৯৫ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২৫৯)

উচ্চারণঃ- আন আয়েশা (রাদ্বীআল্লাহু আনহা) আন্না রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিল মাসাজিদে যাতা লায়লাতিন ফা স্বাল্লি বি স্বালাতিহী তা'শুন সুম্মা স্বাল্লা মিনাল ক্বাবিলাতে ফা কাসুরান নাসু সুম্মাজ তামায় মিনাল লায়লাতিস সালিসাতে আবির রাবিয়াতে ফালাম ইয়াখরুজ ইলায় হিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফা লাম্মা আসবাহা ক্বালা ক্বাদ রা আয়তুল লাযি স্বানা তুম ফালাম ইয়াম নানী্ মিনাল খরুজে ইলাইকুম ক্বালা অ যালিকা ফি রামাযানা।

অর্থঃ- হযরত আয়েশা (রাদ্বীআল্লাহু আনহা) বর্ণনা করিয়াছেন, যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাত্রিতে মাসজিদে নামাজ পড়িতে ছিলেন এমতাবস্থায় তাহার পশ্চাতে সাহাবাগন আসিয়া নামাজ পড়িতে সুরু করিলেন। দ্বিতৃয় রাত্রে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরূপ ভাবে নামাজ সুরু করিলেন এবং প্রথম রাত্রির চেয়ে সাহাবীর সংখ্যা অধিক হইলেন। এহেন অবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রে মাসজিদে তাশরীক আনয়ন করিলেন না। সকালে সাহাবাগনদের বলিলেন আমি গত রাত্রে তোমাদিগের সমস্ত ঘটনা সমূহ কে অবলোকন করিয়াছি কিন্তু তোমাদের নিকটে উপস্থিত না হইবার কারণ হইতেছে যে যেন তোমাদের প্রতি তারাবীহর নামাজ ফরজ হইয়া না যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা রমজান মাসের ঘটনা ছিল। অতপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদিগের আলাদা আলাদা ভাবে পড়িবার নির্দেশ দিলেন এবং এই নির্দেশ আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর) প্রাথমিক জামানা পর্যন্ত অব্যাহতছিল। পরবর্তীতে হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা ইমামে মালিক মুআত্তা গ্রন্থের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِیْ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِیْ رَمَضَانَ اِلَی الْمَسْجِدِ فَاِذَ النَّاسُ اَوْذَاء مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّی الرَّجُلُ لِنَفْسِهٖ وَ يُصَلِّی الرَّجُلُ يُصَلِّی بِصَلٰوتِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرَ وَ اللّٰهِ اِنِّی اَلَّا رَایٰ لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰی قَارِیٍ وَاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰی اُبَیْ بِنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرٰی وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةٍ قَارِهِمْ فَقَالَ عُمَرَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ

(মুআত্তা ইমামে মালিক ৯৭ , ৯৮ পৃষ্ঠা সারেহ ,মুসলিম ২য় খন্ড৪৯৪ পৃষ্ঠা ।)

উচ্চারণ:- আন আবদির রহমানিবনে আবদিল কারি আন্নাহ ক্বালা খারাজতু মা'উমারাবনিল খাত্তাবে ফি রমাযানা ইলাল মাসজিদে ফা'ইযান নাসু আও যা আ মুতাফাররিকুনা ইউ স্বালির রাজুলু লি নাফসিহী অ ইউ স্বাল্লির রাজুল অ ইউ স্বাল্লি বি স্বালাতিহী রাহতু ফাক্বালা উমার ওয়াল্লাহে ইন্নি ইল্লা রাআ লাও জামাতু হা উলায়ে আলা ক্বারিন ওয়াহিদিন আমসালা ফা জামায়াহুম আলা উবাই ইবনে কা'বিন ক্বালা সুম্মা খারাজাত মায়াহু লাইলাতান উখরা ওয়ান্নাস ইউ স্বাল্লুনা বি স্বালাতিন ক্বারিহহীম ফাক্বালা উমার নিয়ামাতুল বিদআতু হাযিহী।

অর্থ:- আব্দুর রহমান বিন আবদে ক্বারী বর্ণনা কারিয়াছেন, যে আমি রমজান মাসে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব এর সঙ্গে মাসজিদে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে লোক মসূহ একা একা নামাজ পড়িতেছে। অত:পর হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিলেন। যদি ইহাদের কে এক ইমামের পশ্চাতে একাত্রিত করিয়া দিই তাহা হইলে উত্তম হইবে অতপর: তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'বের পশ্চাতে একত্রিত করিয়া দিলেন। বর্ণনা কারী বলিয়াছেন যে কোন এক রাত্রে হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) লোক সমূহ কে ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে দেখিয়া বলিলেন ইহা কতই সুন্দর (বদআত (উত্তম নব পান্থী) সুতরাং উক্ত হাদীস হইতে বোঝা গেল যে তারাবীহর নামাজ পড়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত, কিন্তু ধারা বাহিক ভাবে জামায়াতের সঙ্গে পড়া হযরত উমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

(রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর সুন্নাত নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আট রাকাত পড়িবার নিদের্শ দিয়াছেন না জামায়াতের সঙ্গে ধারা বাহিক ভাবে পড়িবার হুকুম দিয়েছেন। উক্ত হাদীসের শেষাংশে হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন বে'নি' মাতুল বেদআতু হাযিহী" অর্থাৎ ইহা কতই সুন্দর বেদআত। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ বলিয়া থাকেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাগণ মনগড়া ও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কিছু বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন এবং তাহারা নিজেও করিয়া থাকেন। যে গুলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেন নাই । যেমন দাড়িয়ে কিয়াম করা গোচ্ছিত ভাবে সকলে মিলে শব্দ সহকারে দরুদ পড়া কবরে আযান দেওয়া নামাজের পূর্বে স্বালাত দেওয়া, চল্লিশ ও চাহরম করা এহেন অনেক কিছু কর্ম সুন্নীরা করিয়া থাকেন, যে গুলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামানায় করা হইতো না এবং সুন্নীরা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, গুলো বেদআত হাসনা, কিন্তু ইহা সুন্নীদের ভ্রান্ত ধারণা বেদআতের কোন প্রকার নাই, সমস্ত বেদ-আত গুমরাহী বা গুনহা এবং তাহারা (অহাবী) গন দলিল পেশ করেন যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিয়াছেন

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থ সমস্ত বেদ-আত গুমরা বা পথ ভ্রষ্ঠ

আমার প্রিয় সুন্নী ভায়েরা! অহাবী সম্প্রদয় বলিয়া থাকে যে বেদাআতের কোন প্রকার নাই. সমস্ত বেদআত হইতেছে পথভ্রষ্ঠ বা গুমরাহী। তাহারা হইতো বেদআতের সংজ্ঞাই জানে না জানিলে বলিতো না। দেখুন মিরকাত সারাহ মিশকাত প্রথম খন্ড ১৭৯ পৃষ্ঠায় হযরত মূল্লাহ আলী ক্বারী আলাইহির রহমাতুল্লাহিল বারি হাদীস শরীফ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর পরি পেক্ষিতে বলিয়াছেন যে-

قَالَ النَّوَوِى اَلْبِدعَةُ كُلُّ شَيْئٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبُقَ وَفِى الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ عَامٌّ مَخْصُوْصٌ۔

উচ্চারণ:- ক্বালা মনাওবীউল বেদ আতু কুল্ল সাইইন উমিলা আলা গায়রী মিসালীণ সাবাকা আ ফিশ শারয়ে ইহদাসুন মা লাম ইয়াকুন আহদে রাসুলিল্লাহে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অ ক্বাওলুহু কুল্লি বেদআতিন দলালা তুন আম্ম মাখসুসুন।

অর্থ:- হযরত ইমামে নাওবী (রহমাতুল্লাহে তায়ালা) বলিয়াছেন যে,এহেন কর্ম যাহা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর তদানীন কালে ছিল না শব্দিক দিক দিয়া সেই কর্ম কে বেদ-আত বলা হয়। এবং পারিভাষিক দিক দিয়া বেদ-আত বলা হয় এমন কোন জিনিস উৎপন্ন করা যাহা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এর জামানায় ছিল না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্বাউল (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) নিদিষ্ট বাচক বাক্য অর্থাৎ এইবেদ-আত হইতে বেদ-আতে সাইয়া (মন্দ নবপন্থী) উদ্দেশ্য" তাহা হইলে বোঝাগেল যে বেদ-আত কয়েক প্রকারের হয় যেমন (১) বেদ-আত হাসনা (উত্তম নবপন্থী) (২) বেদ-আতে মুবাহ (বৈধ নবপন্থী) (৩)বেদ-আতে সাইয়া (মন্দ নবপন্থী)যাহার বর্ণনা ফাতায়ায়ে শামী প্রথম খন্ড ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে,

قَدْ تَكُوْنُ اَىِ الْبِدْعَةُ وَجِبَةٌ كَنَصَبِ الْاَ لْلّٰهِ لِرَدِّ عَلٰى اَهْلِ الْفِرَقِ الضَّلَةِ وَتَعَلُّمِ الْخُوِ الْمَفْهُمِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْدُوْبَةٌ كَاَحْدَاثِ مَخُورَبَاطِ وَمَدْرَسَةٍ وَ كُلِ اِحْسَانِ لَمْ يَكُوْنَ فِىْ الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَمَكْرُوْهَةٌ كَزُخْرُفَةِ الْمَسْجِدِ وَمُبَاحَةٌ كَاالتَّوَسعِ بِلْذِيْذِ الطَّا كُلُّ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ

উচ্চারণ:- ক্বদ তাকুনু (আইয়িল বেদ-আতু ওয়াজি বাতুন, কানাসবে ইল্লা দাল্লাতে লিরাদ্দে আল্লা আহলিল ফিরাকেদ দ্বালাতে অ তায়াল্লামিল নাহয়ে আল মাফহুমে লিলকিতাবে ওয়াসুন্নাতে অ মানযু বাতুন কা হাদাসিন মাখাবিরাবাতে অ মাদারাসাতিন অ কুল্লি ইহসানিন লাম ইয়া কুন ফিস্ব স্বাদরিল আওয়ালে অ মাকরুহাতুন কা যুরখরাফাতিল

মাসাজিদে অ মুবাহাতুন কাত তাউসিয়ে বিলযিযৈল মা' কালে কুল্লি তা'লা মাশারিবে অসিয়াবে।

অর্থ:- বেদ-আত কখন ওয়াজিব হয় যেমন পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের বিপক্ষে কোন দলিল পেশ করা এবং ক্বোরআন ও হাদীস শুদ্ধ বা বোঝার জন্য যে ইলমে নুহ, ইলমে সারফ বা অন্য কোন বিষয় পড়া। বেদ-আত কখন মুস্তাহাব হয়, যেমন মাদ্রাসা ও মুসাফির খানা নির্মান করে দেওয়া এবং ঐ সমস্ত পূর্ণের কারযাদি করা যাহা প্রাথমিক জামানায় ছিল না। বেদ-আত কখন মাকরু হয় যেমন মাসজিদ সূহ কে অতি সুন্দরময় করা এবং বেদ-আত কখন মুবাহ হয় যেমন লাযিয বা খাবার খাওয়া এবং উত্তম পোষাক পরিধান করা এগুলো সবই বেদ-আত হাসনার অন্তর্ভূক্ত। তাহা হইলে বোঝা গেল যে বেদ-আত কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। এই জন্য তো হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন নি'মাতুল বেদ-আাতু হাযীহী" ইহা কত উত্তম নব পন্থী। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বেদ-আত দ্বালালার সম্পর্কে কলিয়াছেন, সেই দ্বালালা বলতে ঐ সমস্ত বেদ-আত কে বোঝানো হইয়াছে যাহা নবীর জামানায় ছিল না, পরবর্তীতে তাহা আবিস্কৃত হইয়াছে, যাহা সুন্নাতের ও ক্বোরআনে হাদীসের খেলাফ বা বিপরীত তাহাই বোঝানো হইয়াছে। আরো একটি জানার বিষয় রহিয়াছে যে, বেদ-আত শব্দের আভিধানিক অর্থ নবাস্কৃত যদি সমস্ত বেদ-আত বা নবাস্কৃত দ্বালালা বা পথভ্রষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এখন যে সমস্ত মাদ্রাসা, মসজিদ বা অন্যন্য পূর্ণের কাযাদি গুলো রহিয়াছে বা হইতেছে এমন কী আপনি ও আমি, আমরা সকলেই দ্বালালা বা পথভ্রষ্টের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইব। সুতরাং দ্বালালা হইতে ইহা উদ্দেশ্য নহে, দ্বালালা হইতে বেদ-আতে সাইয়া বা মন্দ নবপন্থী

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদ্দেশ্য। এবং হযরত উমার ফারুকের তদানীন কালে সাহাবাগন কুড়ি রাকাত তারাবীহর নামাজ পড়িয়াছেন যাহা পরের পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে । সারা বিশ্বের আহলে সুন্নাত ওয়ার জামায়তের উপর চলনে ওয়ালা সুন্নীরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত ও বিখ্যাত সাহাবী হযরত উমার ফারুক (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর সুন্নত উভয়ের প্রতি আমল করিয়া থাকেন, কেন: না নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খোলাফায়ে রাশিদ্বীন গনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ।

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থ:- তোমাদের উপরে আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের সুন্নাতের উপর আমল করা অবশ্য পালনীয় কত্যব্য এবং অন্য এক রেওয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত সাহাবাদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

اَصْحَابِى كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

অর্থ:- আমার সাহাবাগন হইতেছে নক্ষত্রের ন্যায় সুতরাং তোমরা ইহাদের মধ্যে যাহার অনুসরন করিবে হিদায়াত প্রাপ্ত হইবে। বিশেষ করিয়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত উমার ফারুকের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-

يَا عُمَرُ لَوْ لَمْ لُبْعَثْتُ لَبُعَثْتَ

হে উমার যদি আমি ধরার বুকে নবী হইয়া না আসিতাম তাহা হইলে তুমি নবী হইতে। উক্ত হাদীস সমূহ হইতে বোঝা গেল যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে নবীর সাহাবাদিগের সুন্নাত সমূহের প্রতি আমল করা আব্যশিক। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলিয়াছেন যে

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِيْهِ

যাহারা আমার ও আমার সাহাবীর পথ ও মতের উপরে অবিচালিত বা অটল থাকিবে এবং তাহাদের নির্দেশ অনুসারে চলিবে তাহারায় হইবে জান্নাতি বাকি অবশিষ্ঠ দলগুলো হইবে জাহান্নামী । সেই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগন তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত পড়িয়া থাকেন, যেন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত ও সাহাবাদিগের সুন্নাত উভয়ের প্রতি আমল হইয়া যায়। যাহারা ইমামে শফিইর মুকাল্লীদ তথা অনুসারী বলিয়া নিজেকে দাবি করিয়া থাকেন এবং আট রাকাত তারাবীহর পড়িয়া থাকেন তাহারা কোথাও দেখাতে পরিবে না যে ইমামে শাফীই (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) স্বয়ং কুড়ি রাকত পড়িয়াছেন এবং তাহার মুকাল্লীদদিগের পড়ার নির্দেশ দিয়াছেন যাহা তিরমীযি শরীফের ৯৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَارُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ وَّعُمَرَ وَ
غَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الشَّافِعِىُّ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بِبَلَدِ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ
عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

উচ্চারণ:- আকসারু আহালিল ইলমে আলা'মা রুবিয়া আন আলীইনউ অ উমারা অ গাইরহিমা মিন আসহাবিন নাবিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইশরিনা রাকাআতান অ হুয়া ক্বাওলু সুফয়ানাস সাওরিব নিল মুবারাকে ওয়া শাফিই অ ক্বালা শাফিই হা কাযা আদরাকতু বি বালাদিম মাক্কাতিন ইউ স্বাল্লুনা ইশরিনা রাকআতান।

(তিরমীযি শরীফ প্রথম খন্ড ৯৯ পৃষ্ঠা রোজার অধ্যায় ।)

অর্থ:- অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল হইতেছে যে, যাহা হযরত আলী ও উমার এবং অন্যান্য সাহাবাগন হইতে বর্ণিত যে তারাবীহর নামাজ কুড়ি রাকাত এবং সুফিয়ন সাওরী ইবনে মুবারক এবং ইমামে শাফিই (রহমাতুল্লা আলাই) বলিয়াছেন যে আমি মক্কা মোকররামায় এই ভাবে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি যে মুসলমান কুড়ি রাকাত তারাবীহ

পড়িতে ছিলেন। উক্ত হাদীস সমূহ হইতে প্রতীয়মান হইলো যে, তারাবীহর নামাজ কুড়ী রাকাত যাহা সাহাবাগন পড়িয়াছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কিয়ামত পর্যন্তপড়িবার নির্দেশ দিয়াছেন।

-: অব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর কুড়ি রাকাত প্রসঙ্গে অভিমত :-

গাওসে সামদানী কুতবে রাব্বানী শায়েখ আব্দুল কাদীর জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর লিখা "গুনয়াতুত ত্বলেবীন" এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে উম্মূল মোমিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বীআল্লাহু আনহা) বর্ণনা করিয়াছেন যে রমযান মাসের কোন এক রাত্রে হুযুর আক্বাদস (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে নামাজ পড়িতে ছিলেন। এমতাবস্তায় সাহাবাগণ আসিয়া হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে নামাজ পড়িতে শুরু করিলেন। দ্বিতীয় রাত্রে লোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় মাসজিদ পূরীপূর্ণ হইয়া গেল তৃতীয় রাত্রে লোকের সংখ্যা তার চেয়ে অধিক হইলো । কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপন কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন না ভোরে ফজরের নামাজের জন্য আসিলেন এবং ফজরের নামাজ সমাপ্তির পর সাহাবাদিগের বলিলেন তোমাদের রাত্রে যে ঘটনা ঘটিয়াছে সেই ঘটনা সমূহ আমি অবগত ছিলাম। কিন্তু আমার না আসিবার কারণ হইল এই যে যাহাতে তোমাদের প্রতি তারাবীহর ন্নামজ ফরজ হইয়া না যায়। যদি আমি আসিতাম তাহ হইলে তোমাদের প্রতি ফরজ হইয়া যাইবার সম্ভবনা ছিল, যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর হইতো সেই জন্য আমি আসিনাই। হযরত আলী (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) যখন আমার নিকট হইতে তারাবীহর নামাজের ফজিলত শ্রবণ করিলেন তার পর হইতে তিনি তাহার প্রতি আমল করিতে শুরু করিলেন। সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করিলেন হে আমিরুল মোমিন সেই হাদীস খানা কী ? উত্তরে তিনি বলিলেন যে আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) হইতে সুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন আরশে ইলাহীর সন্নিকটে একটি স্থান রহিয়াছে যাহার নাম "হাযীরাতুল কুদ্দুস" সেটা নূরের স্থান সেখানে অসংখ্য ফারিশ্‌তা উপস্থিত আছে। যাহার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহই জানে না। তাহারা সর্বদা ইবাদাতে মগ্ন থাকেন এক মূহর্তও বিরতী থাকেন না। যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি সন্নিকটে আসে তখন তাহারা পৃথিবীতে আগমনের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রর্থনা করিয়া থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাহাদের পৃথিবীতে আসিবার অনুমতি দেন এবং তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া আদম সন্তানের সঙ্গে নামাজ পড়িয়া থাকেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে যে ব্যাক্তি তাহাদের স্পর্শ লাভ করিবে কিংবা তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ইহাদের স্পর্শ করে তাহা হইলে সেই স্পর্শকৃত ব্যাক্তি কখনই পথভ্রষ্ঠ বা বিপথ গামী হইবে না। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)বলিয়াছেন এই নামজের যখন এত মর্যাদা তাহা হইলে আমরাই এই নামাজের অধিক অধিকারী। অতপর তিনি তারাবীহর নামাজ জামায়াতের সঙ্গে পড়িবার নির্দেশ দিয়া সুন্নাতের মধ্যে গণ্য করিয়া দিলেন। হযরত আলী (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) রমযান মাসের প্রথম রাত্রে বাড়ি হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছেন যে লোক সমূহ জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়িতেছেন ফলে তিনি ক্বোরআন তেলাওয়াতের শব্দ সুনিতে পাইলেন তখন তিনি বলিলেন

نوراللّٰه قبو عمر كمانور مساجد اللّٰه بااقران

হে আল্লাহ উমারের কবর কে আলোয় আলোকৃত করিয়া দিও কেন না তিনি তোমার মাসজিদ কে ক্বোরআন তেলুয়াতে আলোকীত করিয়াছেন গুনয়তুত ত্বলেবীন ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

-: কি দিয়া ইফতার করা সুন্নাত :-

সেই প্রসঙ্গে হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمَّهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَاِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ

(আবু দাউদ শরীফ, রোযার বর্ণনা ৩২১ পৃষ্ঠ, তিরমীযি শরীফ প্রথম খন্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা ।)

উচ্চারণ:- আন সলমা নাবনে আমিরিন আম্মাহা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ইয়া কানা আহাদুকুম স্বায়িমান ফাল ইউফতির আলাত তামরে ফাইন লাম তাজিদিত তামীরা ফা আলাল মায়ে ফা ইন্নাল মায়ান তাহুরান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ:- হযরত সালমান বিন আমীর (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হইতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলিয়াছেন যখন তোমাদিগের মধ্যে কেহ রোজা রাখিবে তখন সে যেন খেজুর দিয়া ইফতার করিবে। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তাহা হইলে পানি দিয়া ইফতার করিতে হইবে। কেন না পানি হইতেছে পবিত্র।

ثَابِتِنِ الْبَنَانِيم اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْفِرُ عَلٰى رُطَبَاتٍ قَبْلَ اَنْ

يُصَلِّى فَانْ لَمْ تَكُنْ فَعَلٰى تَمْرَاتٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ

حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ

(আবু দাউদ শরীফ ৩২১ পৃষ্ঠা তিরমীযি প্রথম খন্ড ১৫০ পৃষ্ঠা।)

উচ্চারণ:- সাবিতুনিল বানানী আল্লাহু সামিয়া আনসাব না মালিকীন ইয়াকুল কানা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ইউফ তিরু আলা রুতাবা তিন ক্বাবলা আয়ইউ স্বাল্লিয়া ফা ইন লাম তা কুন ফাআলা তামরাতিন ফা ইন লাম তাকুন হাসা হাসা ওয়াতিম মিম মাইন।

অর্থ:-সাবিত বানানি হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে বলিতে সুনিয়াছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ পড়িবার পূর্বে ভিজা খেজুর দিয়া ইফতার

করিতেন। যদি ভিজা খেজুর না পাইতেন তাহা হইলে সুকনো খেজুর দিয়া ইফতার করিতেন। যদি সুকনো খেজুর না পাইতেন তাহা হইলে পানি দিয়া ইফতার করিতেন। উল্লেখিত হাদীস দ্বয়ে প্রতিমান হইলো যে ভিজা খেজুর বা সুকনো খেজুর তথা খুরমা দিয়া ইফতার করাসুন্নাত। কিন্তু কিছু মন্দ নবপন্থীর লোক বলিয়া থাকে যে, আদা ও লবণ দিয়া ইফতার করিতে হইবে যেমন ২০১৩ সালের রমজান মাসে সাইদাপুর মাদ্রাসার পাশ্ববর্তী গ্রামে একটি মন্দ নবপন্থীর দল একটি পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া ছিল এবং তাহাতে লিখিয়াছিল যে, আদা ও লবণ দিয়া ইফতার করা সুন্নাত খেজুর দিয়া ইফতার করা সুন্নাত নহে। ইহা তাহাদের কুসংস্কার মুর্খামি ও ভ্রান্ত ধারণা। খেজুর বা খুরমাদিয়া ইফতার সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যাহা উপরক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে তৎসহ মিশকাত শরীফের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে হযরত আয়েশা (রাদ্বীআল্লাহু আনহা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিয়াছেন যে ঐ গৃহবাসী ক্ষুধার্থ থাকিবে না যাহার গৃহে খুরমা থাকিবে। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলিয়াছেন যে হে আয়েশাহ যে গৃহে খুরমা থাকিবে না সেই গৃহের বাসিন্দা খুধার্ত অবস্থায় থাকিবে। আজও মক্কা মদিনা বাসী খুরমা খেজুর দিয়া মেহমান নাওয়াজী করিয়া থাকেন অন্য এক রেওয়াতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলিয়াছেন যদি কেহ সকালে খালি পেটে সাতটি করিয়া আযুয়া খেজুর ভক্ষন করে তাহা হইলে সেই দিন কোন বিষ ও যাদু ক্রিয়া করিবে না। সুবহানাল্লাহ, খুরমা ও খেজুরের যে ফজিলত রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না সেই কারণে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খেজুর বা খুরমা দিয়া ইফতার

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

ইফতার সামনে রাখিয়া দোয়া করা জায়েজ।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলিয়াছেন তিন ব্যাক্তির দোয়া ব্যার্থ হয় না, তম্মধ্যে এক ব্যাক্তি হইলো রোজাদার যখন সে ইফতার করিবার সময় দোয়া করিয়া থকি।

(তিরমীযি ও ইবনে মাযা)

দ্বিতৃয় এক রেওয়াতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন যে, প্রতিটি রোজাদার বান্দার জন্য দোয়া কবুল হইবার একটি সময় রহিয়াছে,. আর সেই সময় হইতেছে ইফতারের সময়। তাহার পরিনাম দুনিয়াতেও দিতে পারেন এবং আখেরাতে তাহার জন্য জমা করিয়া রাখিতে পারেন।

(ফাইজানে আলা হযরত ১৪৬ পৃষ্ঠা)

উপরক্ত হাদীস দ্বয় হইতে সংগৃত হইলো যে ইফতারের সময় যে দোয়া করা হইয়া থাকে সেই দোয়া কখনই রদ বা ব্যর্থ নহে। তাহা হইলে বোঝা গেল যে ইফতারের সময় দোয়া করা উচিত। কিন্তু এক শ্রেনির লোক বলিয়া থাকেন যে ইফতার বা কোন খাবার সামনে রাখিয়া দোয়া করা উচিত নহে। উক্ত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলিয়াছেন তোমরা ইফতার করিবার সময় দোয়া কর কিন্তু প্রকাশ্য ব্যক্ত করেন নাই যে দোয়া ইফতারের পূর্বে করিবে না পরে। সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আল্লাহ তায়ালা রোজাদার বান্দার প্রতি কোন সময় বেশি খুশি হইয়া থাকেন। হাদীস শরীফে পাওয়া যায় যে, যখন কোনরোজাদার ব্যাক্তি ইফতার করিবার জন্য খাবার সামনে রাখিয়া ইফতারের অপেক্ষায় থাকে, সেই সময় মহান রাব্বুল আলামীন সমস্ত ফারিস্তাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া

থাকেন দেখো। আমার বান্দা আমাকে কত ভয় করিয়া থাকে যে খাবার সামনে রাখিয়া খাবার ভক্ষন করে না সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকে এই সময় মহান রাব্বুল আলামীন রোজাদার বান্দার প্রতি অধিক পরিমানে উৎফল্ল হইয়া থাকেন এবং সেই সময় যে প্রার্থনাই করিবে আল্লাহ তাআলা কবুল করিবেন। তাহা হইলে বোঝা গেল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) হাদীসে যে দোয়া করার কথা বলিয়াছেন ইহা হইতে খাবার সামনে রাখিয়া দোয়া করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সকল কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপরে অটল থাকার তৌফিক দান করেন। আমিন সুম্মা আমিন!

-: সমাপ্ত :-

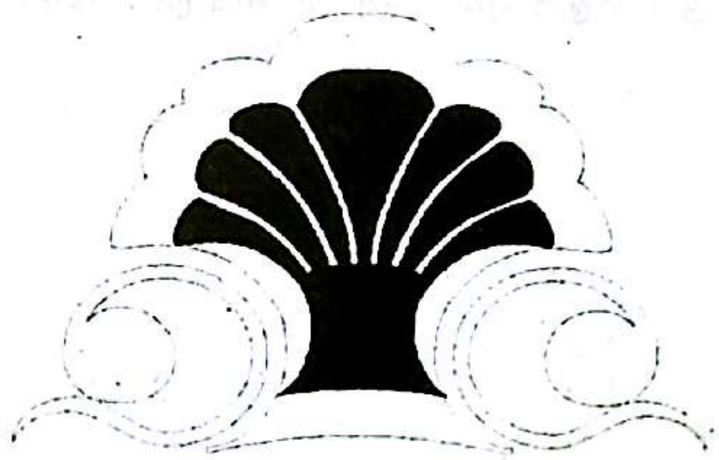

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইফতার ও তারাবী বা হাদীসে নবাবী

-ঃ প্রাপ্তিস্থানঃ-

১/কালিমীয়া বুক ডিপো,সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ
২/ মুফতি বুক হাউস, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ,
৩/রেজা দারুল ইফতা,ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ,
৪/ নুরি অ্যাকাডেমি, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
৫/ কালিমীয়া বুক ডিপো, মালদাহ,
৬/ সাইদ বুক ডিপো,মালদাহ

বিঃদ্রাঃ- মুফতি আবুল কাশেম কালিমির স্মরনার্থের "কাশেমী তোহফা বা হাদীসে মোস্তাফা" নামক একটি পুস্তক লেখা হইয়াছে। যাহার মধ্যে আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের আক্বীদার ভিত্তীতে চল্লিশটি হাদীস একাত্রিত করা হইয়াছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসংঙ্গে অহাবী সম্প্রদায়গন যে কুমন্তব্য করিয়াছে সেই আক্বীদা গুলো তাহাদের লেখা প্রস্তক থেকে উদ্ধৃতি সহ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই আমার সুন্নী ভাইদের নিকট আবেদন যে অতি সীঘ্রী উক্ত পুস্তক খানা ক্রয় করিবার চেষ্টা করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

ইফতার ও তারাবী বা হাদীসে নববী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র

দিশারী প্রেস

এখানে অফসেট প্রিন্ট, সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্ট, ডিজিট্যাল প্রিন্ট, ফ্লেক্স, পলিমার স্ট্যাম্প, অফিসিয়াল রেজিষ্টার বাইন্ডিং,
বিয়ের কার্ড, সুন্নাতের কার্ড, বই, পত্রিকা,
বিল, ক্যাশমেমো, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার, রশিদ ইত্যাদি প্রেসের কাজ যত্ন সহকারে করা হয়।

রতনপুর, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ

যোগাযোগ : 9832253676

মাওলানা মহঃ ইসমাইল রেজবী

মোবাইল : 9735381538